সমকাল

05 JUN 2026

রপ্তানিমুখী সব শিল্পে বন্ড সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে

সমকাল প্রতিবেদক

রপ্তানিমুখী সব শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস বা শুল্কমুক্ত গুদাম সুবিধা সম্প্রসারণে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। রপ্তানি বাড়ানো, ব্যবসার খরচ কমানো এবং অপ্রচলিত খাতের প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত করা এর লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। গত বুধবার ঢাকা ফোরাম ইনিশিয়েটিভ (ডিএফআই) আয়োজিত এক প্রাক-বাজেট আলোচনায় একথা জানান অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী।

বন্ডেড ওয়্যারহাউস হচ্ছে কাস্টমস বিভাগ নিয়ন্ত্রিত সুরক্ষিত গুদাম ব্যবস্থা, যেখানে সংরক্ষিত শতভাগ রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালে আমদানি শুল্ক দিতে হয় না। বর্তমানে তৈরি পোশাকসহ সীমিত কয়েকটি খাত এই সুবিধা ভোগ করছে। তবে শতভাগ রপ্তানিযোগ্য সব পণ্য এই সুবিধা পায় না।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ থেকে যে কোনো পণ্য রপ্তানি করলেই বন্ডেড ওয়্যারহাউসের অনুমতি দেওয়া হবে। এটি এখন আর শুধু পোশাক খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। স্বর্ণের অলংকার এবং অন্যান্য উচ্চমূল্যের উৎপাদিত পণ্যসহ বিভিন্ন খাতের রপ্তানিকারকরা বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা এবং ব্যাক-টু-ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) সহায়তার যোগ্য হবেন।

তিনি বলেন, সরকার প্রশাসনিক জটিলতা ও হয়রানির সুযোগ কমিয়ে এই সুবিধাটিকে আরও সহজলভ্য করতে চায়। ব্যবসায়ীদের এখন থেকে প্রতি বছর বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে না। এর পরিবর্তে প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছরে একবার অডিট করা হবে। বন্ড নিয়ে আর কোনো হয়রানি সহ্য করা হবে না বলে জানান তিনি।

আলোচনায় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে চায় যেখানে অলংকার তৈরি, হীরা প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য রপ্তানি শিল্পগুলো কাঁচামালের ওপর আমদানির চড়া শুল্ক ও জটিল নিয়মের বেড়াজালে আটকে না থেকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে।

আমির খসরু মাহমুদ

বাজেটবিষয়ক আলোচনায় অর্থমন্ত্রী

ব্যবসা পরিচালনা সহজ করা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আরও করেন, ব্যবসার লাইসেন্স ও অনুমোদনের জন্য সরকার একটি 'সিঙ্গেল-পয়েন্ট ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম' বা এক দরজায় সেবা ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা করছে, যেখানে সরকারি সংস্থাগুলোর আবেদন নিষ্পত্তির জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা থাকবে। কোম্পানির নিবন্ধন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সেবাগুলো অনলাইনে স্থানান্তরিত করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করা হবে।

ডিরেগুলেশন বা নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণকে বর্তমান প্রশাসনের অর্থনৈতিক কৌশলের মূল ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে খসরু বলেন, বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে অতিরিক্ত নিয়মকানুনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা ব্যবসার খরচ বাড়িয়েছে ও বিনিয়োগের গতি ধীর করেছে।

এছাড়া কর প্রশাসন, বন্দর কার্যক্রম, ব্যবসায়িক সেবার সংস্কারসহ ডিজিটালাইজেশনের ওপর সরকারের বিশেষ নজরদারির কথা তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে বিলম্ব কমাতে এবং বাণিজ্য সহজতর করতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত টেস্টিং এজেন্সিগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের বিষয়টি যাচাই করছে কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকার কাছে ১৬০ একর জায়গার ওপর একটি 'ক্রিয়েটিভ ডিসট্রিক্ট' বা সৃজনশীল এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে সরকার।

বণিক বার্তা
05 JUN 2026

দেশে চা উৎপাদন ও রফতানির তুলনামূলক চিত্র (মিলিয়ন কেজি)

সাল	উৎপাদন	রফতানি	সাল	উৎপাদন	রফতানি
২০০১	৫৩.১৫	১২.৯২	২০২১	৯৬.৫১	০.৬৮
২০০২	৫৩.৬২	১৩.৬৫	২০২২	৯৩.৮৩	০.৭৮
২০০৩	৫৮.৩০	১২.১৮	২০২৩	১০২.৯২	১.০৪
২০০৪	৫৬.০০	১৩.১১	২০২৪	৯৩.০৪	২.৪৫
২০০৫	৬০.১৪	৯.০১	২০২৫	৯৪.৯৩	১.৬৪

সূত্র : বাংলাদেশ চা বোর্ড

প্রতিযোগীদের তুলনায় বাড়তি উৎপাদন খরচ বাংলাদেশে

চা বাগান ও উৎপাদন বাড়লেও অধরাই থাকছে রফতানি সাফল্য

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

দুই দশক আগেও দেশে উৎপাদিত চায়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রফতানি হতো। সময়ের ব্যবধানে উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। তবে পণ্যটি রফতানি নেমে এসেছে উৎপাদনের মাত্র ১ শতাংশে। খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, রফতানি প্রণোদনা নীতির কিছু শর্ত এবং কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চায়ের অবস্থান ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহ সামাল দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে সরকারকে। তার মধ্যে অন্যতম কৃত্রিম বাজার তৈরি করা।

চা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে চা রফতানিতে ৪ শতাংশ প্রণোদনা চালু করে সরকার। পরে তা কমিয়ে ৩ শতাংশ করা হয় এবং চলতি অর্থবছরে আরো কমিয়ে ২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। আবার প্রণোদনা সুবিধা পেতেও রয়েছে নানা শর্ত। বর্তমান নীতিমালায় বলা আছে, চা রফতানিতে প্রণোদনা পেতে হলে রফতানিকারককে অবশ্যই বাগান মালিক হতে হবে। এ শর্তের কারণে দেশের বেশির ভাগ সম্ভাব্য রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রণোদনার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

বাস্তবতা হলো দেশের অধিকাংশ চা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্র্যান্ড নেই। বিভিন্ন করপোরেট ও ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান মূলত নিলাম থেকে চা কিনে বাজারজাত করে। আর বাগান মালিকদের মধ্যে সীমিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেরই কেবল নিজস্ব ব্র্যান্ড ও বিপণন ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে রফতানি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বৃহৎ একটি অংশ প্রণোদনা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

খাতসংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা মনে করছেন, নীতিগত এ সীমাবদ্ধতার কারণে চা রফতানির সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। বরং রফতানি কমতে থাকায় দেশে উৎপাদিত অতিরিক্ত চা বাজারজাত করতে সরকারকে অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণে কৃত্রিমভাবে উদ্যোগ নিতে হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয়।

চা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, ২০০১ সালে দেশে ৫ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার কেজি চা উৎপাদন হয়। ওই বছর রফতানি হয়েছিল ১ কোটি ২৯ লাখ ১০ হাজার কেজি। পরের বছর রফতানি হয়েছিল ১ কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাজার কেজি, ২০০৩ সালে ১ কোটি ২১ লাখ ৮০ হাজার, ২০০৪ সালে ১ কোটি ৩১ লাখ ১০ হাজার ও ২০০৫ সালে ৯০ লাখ ১ হাজার কেজি।

অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে উৎপাদন বাড়লেও তলানিতে নেমেছে রফতানি। ২০২১ সালে ৯ কোটি ৬৫ লাখ ১০ হাজার কেজি উৎপাদনের বিপরীতে রফতানি হয় মাত্র ৬ লাখ ৮০ হাজার কেজি। তার পরের বছর ৯ কোটি ৩৮ লাখ ৩০ হাজার কেজি উৎপাদনের বিপরীতে ৭ লাখ ৮০ হাজার কেজি রফতানি হয়। ২০২৩ সালে দেশে রেকর্ড ১০ কোটি ২৯ লাখ ২০ হাজার কেজি চা উৎপাদন হলেও রফতানি দাঁড়ায় ১০ লাখ ৪

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

বণিক বার্তা
05 JUN 2026

হাজার কেজিতে। ২০২৪ সালে রফতানি বেড়ে ২৪ লাখ ৫০ হাজার কেজিতে পৌঁছলেও ২০২৫ সালে তা আবার কমে ১৬ লাখ ৪০ হাজার কেজিতে নেমে আসে। ওই বছর উৎপাদন ছিল ৯ কোটি ৪৯ লাখ ৩০ হাজার কেজি চা।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, চায়ের বাজার নির্ভর করে ভোক্তার চাহিদার ওপর। দেশীয় বাজার ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক থাকলে চায়ের বাজারও চাঙ্গা থাকে। তবে কভিড-১৯ থেকে টানা কয়েক বছর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কারণে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে চা বিপণন বাজারে মন্দা ভাব তৈরি হয়। এতে উৎপাদন খরচের চেয়েও কম দামে চা বিক্রি করতে বাধ্য হন উৎপাদকরা।

চা শিল্পকে সুরক্ষা দিতে ২০১২ সালে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (রেগুলেটরি ডিউটি) আরোপ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ শুল্ক ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়। বর্তমানে চা আমদানিতে মোট ৮৯ দশমিক ৩২ শতাংশ শুল্ক কার্যকর রয়েছে। খাতসংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, উচ্চশুল্কের কারণে আমদানি নিয়ন্ত্রণে এলেও রফতানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। তাতে উৎপাদন খরচ ও বাজারমূল্যের মধ্যে ভারসাম্যও তৈরি হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক উদ্যোক্তা জানিয়েছেন, বর্তমানে চা খাত অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। খাতটিকে বাঁচিয়ে রাখতে আমদানি বন্ধ হলেও সংকট কাটেনি। বাধ্য হয়ে নিলামে চা বিক্রিতে ফ্লোর প্রাইস বসানো হয়েছে। তাদের মতে, রফতানি বাড়াতে হলে প্রণোদনা পাওয়ার ক্ষেত্রে 'শুধু বাগান মালিক' হওয়ার শর্ত প্রত্যাহার করা জরুরি।

জানতে চাইলে এমসিসিআই ও বাংলাদেশীয় চা সংসদের সভাপতি কামরান তানভিরুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশের চা উৎপাদন ব্যয় প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বেশি। নিয়মিত শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি, আবাসিক শ্রমিকদের সার্বিক দায়িত্ব বহন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের কারণে উৎপাদন ব্যয় কমানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এ কারণে চা খাতের উদ্যোক্তারা নানা সংকটের মধ্যে পড়েছেন। প্রণোদনা প্রাপ্তির সুযোগ থাকলেও রফতানির মতো বাণিজ্য পরিচালনার জন্য নগদ অর্থপ্রবাহের অভাবে বাগান মালিকদের অনেকেই নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।' তবে রফতানি কম হলেও দেশের ক্রমবর্ধমান চায়ের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে আমদানি কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরির কাজটি চা খাতের উদ্যোক্তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছেন বলে মনে করেন তিনি।

খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, সনাতনী চাষাবাদ পদ্ধতি ও শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশে চা উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক বেশি। অনেক প্রতিযোগী দেশ প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যয় কমিয়ে এনেছে। এছাড়া উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় থাকায় উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ গ্রহণেও নানা জটিলতা তৈরি হয়। ফলে আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য) ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি বণিক বার্তাকে বলেন, 'দেশে চায়ের ভোগ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। উৎপাদন বাড়লেও তার বড় অংশ অভ্যন্তরীণ বাজারেই ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি কেনিয়া, শ্রীলংকা ও ভারতের মতো দেশগুলো বাংলাদেশের তুলনায় কম খরচে চা উৎপাদনে সক্ষম হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে উঠেছে। এর পরও আমরা গতানুগতিক চায়ের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় চা রফতানির বেশি চেষ্টা করছি।'

প্রণোদনা নীতির সীমাবদ্ধতার বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, 'বাগান মালিকানার বাধ্যবাধকতার কারণে নিলাম থেকে চা কিনে রফতানি করতে আগ্রহী ব্যবসায়ীদের মধ্যে পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতা তৈরি হচ্ছে না। বিষয়টি সরকারের উচ্চপর্যায়ে অবহিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে চা রফতানি উৎসাহিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Daily Star

05 JUN 2026

Bonded warehouse facilities to cover all exporters: Khosru

STAR BUSINESS REPORT

The government will allow all exporters to import required materials duty-free for the production of export items, Finance and Planning Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury said on Wednesday.

To that end, the bonded warehouse facilities will be extended to any exporter producing goods for overseas markets, not just the garments industry, he said at a pre-budget roundtable organised by the Dhaka Forum Initiative at Hotel Sarina in Dhaka.

"We will no longer tolerate any form of harassment over bonded warehouses. We are significantly simplifying the rules and regulations. Anyone exporting any product from Bangladesh will be allowed to use bonded warehouse facilities," Khosru said.

This would allow exporters in promising sectors such as jewellery and diamond cutting to avail themselves of bonded warehouse facilities under back-to-back LC arrangements, according to the minister.

He added that sweeping changes to the bond licence renewal process will be made to improve the ease of doing business.

"Businesses will no longer need to renew bond licences every year," he said.

POLICY REFORMS

- Bonded warehouse benefits to be extended to all exporters
- Duty-free import facility for export production
- Back-to-back LC support for new export sectors
- Annual bond licence renewal to be scrapped

EASE OF DOING BUSINESS

- Bond audits only once every 3-5 years
- Govt prioritises cutting business costs
- Deregulation to be biggest budget initiative

FDI, INCENTIVES

- Reforms planned to attract more foreign investment
- Industry seeks incentives for products made of man-made fibre

a pre-budget roundtable organised by the Dhaka Forum Initiative at Hotel Sarina in Dhaka.

"We will no longer tolerate any form of harassment over bonded warehouses. We are significantly simplifying the rules and regulations. Anyone exporting any product from Bangladesh will be allowed to use bonded warehouse facilities," Khosru said.

This would allow exporters in promising sectors such as jewellery and diamond cutting to avail themselves of bonded warehouse facilities under back-to-back LC arrangements, according to the minister.

He added that sweeping changes to the bond licence renewal process will be made to improve the ease of doing business.

"Businesses will no longer need to renew bond licences every year," he said. "Even the annual audit requirement is being removed. Instead, audits will be conducted only once every three or five years," the minister said.

Stating that there was a lot of opposition to extending the facilities to other sectors, Khosru said, "But I have made it clear that no excuses will be accepted. Those engaged in exports will receive this facility without any tariffs or duties."

The finance minister said the highest level of corruption occurs in taxation, which is why the government is placing the greatest emphasis on digitising the tax system.

"We can no longer allow businesses to bear huge costs from the time goods arrive at ports until they are released. Reducing the cost of doing business is one of our key priorities," he added.

- **Duty-free import facility for export production**
- **Back-to-back LC support for new export sectors**
- **Annual bond licence renewal to be scrapped**

- **Govt prioritises cutting business costs**
- **Deregulation to be biggest budget initiative**

- **Industry seeks incentives for products made of man-made fibre**

AI-assisted infographic

Simeen Rahman, group CEO of Transcom, said deregulation and reducing the cost of doing business are essential for Bangladesh's growth.

"That is the biggest impediment to actual growth," she said, referring to bureaucratic red tape and inefficiency.

She stressed that attracting foreign direct investment requires reforms in taxation, transparency and the simplification of processes.

Tanvir Ghani, special assistant to the prime minister for investment and capital market affairs, said the government is prioritising deregulation to attract investment and support the country's next generation of businesses.

"The biggest initiative being taken in this budget is deregulation," he said, adding that entrepreneurs are "just fed up even before they've opened their factories and businesses because of red tape."

"When the announcements are made on deregulation in the next few weeks, I think you'll all be happy," he added.

Sharif Zahir, managing director of Ananta Group, demanded special incentives for man-made fibre products to ensure the sustainable growth of the garment sector and attract new investment.

He also demanded that the bond licence approval process be made fully corruption-free and easier.

He added that cotton-based incentives should be withdrawn and the focus should shift to new sectors, such as synthetic fibres and man-made yarns.

"If we provide incentives there, we will be able to handle the 30 percent tariff pressure. A five-year special incentive policy could be introduced, where support starts at a higher rate and gradually decreases over time," he said.

ঢাকা।

The Daily Star
05 JUN 2026

Semiconductor industry association to hold roadshow in US

STAR BUSINESS DESK

The Bangladesh Semiconductor Industry Association (BSIA) will launch the "BSIA USA Roadshow 2026", a multi-city initiative under the Silicon River and BRAINGAIN programmes, in the US today, aimed at strengthening Bangladesh's engagement with the global semiconductor ecosystem and mobilising Bangladeshi-origin technology leaders worldwide.

The roadshow will cover major semiconductor and innovation hubs in the US from June 5 to 13, beginning in Austin, Texas, and concluding in Portland, Oregon, according to a press release.

The event will bring together semiconductor companies, universities, accelerators, entrepreneurs, researchers, investors, policymakers, and members of the Bangladeshi diaspora across the United States.

MA Jabbar, president of BSIA, and Muhammad Mustafa Hussain, a professor at Purdue University and chief architect of the Silicon River Bangladesh Initiative, are leading the initiative along with members of the BRAINGAIN network and representatives from the Embassy of Bangladesh in Washington, DC.

BRAINGAIN is a global network of Bangladeshi-origin professionals, while Silicon River is a strategic initiative dedicated to connecting Bangladesh with leading global technology ecosystems.

The BSIA USA Roadshow 2026 is part of the broader Silicon River Initiative, a long-term effort to connect Bangladesh with leading global technology ecosystems through talent development, industry partnerships, research collaboration, entrepreneurship, innovation, and strategic international engagement.

Over the past year, the Silicon River Initiative has supported several strategic programmes, including the National Semiconductor Symposium, the BEAR Summit, semiconductor workforce development initiatives, BRAINGAIN, CREST, BASICS, STAR Facility planning, international industry engagement, and mobilisation of the global Bangladeshi technology diaspora.

"Through Silicon River and BRAINGAIN, we are building bridges between global expertise and national aspirations," the BSIA president said.

"Our goal is to create opportunities for future generations, strengthen our innovation ecosystem, and position Bangladesh as a meaningful participant in the technologies that will shape the future," he added.

Prof Hussain said the future of Bangladesh's semiconductor ecosystem will depend on talent, partnerships, and sustained collaboration.

"This roadshow is designed to strengthen relationships with global industry leaders, universities, entrepreneurs, investors, and the Bangladeshi diaspora while creating pathways for knowledge exchange, workforce development, innovation, and long-term ecosystem growth," he added.

The roadshow is expected to strengthen ties between Bangladesh and the global semiconductor industry while creating new opportunities for collaboration in chip design, advanced packaging, artificial intelligence, entrepreneurship, technology transfer, and emerging technologies.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

05 JUN 2026

LDC graduation deferral decision due September

FHM HUMAYAN KABIR

Bangladesh is expected to learn by September whether it will get additional time before graduating from Least-Developed Country (LDC) status, with United Nations bodies currently reviewing its request for a deferral amid economic challenges and ongoing reform efforts.

The United Nations General Assembly (UNGA) is expected to take the final decision in this regard in September this year, officials said on Thursday.

The country may receive an additional two to two-and-a-half years to prepare for its transition to developing-country status from its current LDC classification, they said.

UN bodies to determine Bangladesh's transition extension before UNGA's final approval

Officials at the Economic Relations Division (ERD) said the executive body of the United Nations Committee for Development Policy (UNCDP) -- the Economic and Social Council (ECOSOC) -- would determine the deferral request and specify the length of the extended preparatory period.

The decision would then be submitted to the UNGA for final approval, likely at its session in September this year, they added.

"An ECOSOC meeting will be held on 12 June. Bangladesh's issue may not be placed at the immediate next meeting. It could instead be discussed at a meeting in late July. We will then know the specific duration of the LDC graduation deferral," a senior ERD official said.

He said that although the proposed extension period was likely to become clear following the ECOSOC meeting in July, the final decision would require approval by the UN General Assembly.

Bangladesh's fellow graduating LDC, Nepal, has also applied for a two-and-a-half-year deferral of its graduation.

"Since Nepal has requested a two-and-a-half-year extension, the UN may adopt a common approach for both countries. The deferral period could therefore be between two and two-and-a-half years," another ERD official said.

In response to Bangladesh's request for a three-year extension of the preparatory period, the UNCDP, in a letter sent to the ERD Secretary on June 1, expressed a positive view of the request but did not specify any timeframe.

Bangladesh is currently scheduled to graduate from LDC status in November 20[illegible].

Amid global economic shocks, energy supply constraints, domestic political transition and other external challenges, Bangladesh submitted its request to the United Nations more than two months ago, seeking additional time before graduation.

Meanwhile, the UNCDP has attached several conditions to its consideration of Bangladesh's request.

The Committee underscored the importance of domestic reforms, including measures to stabilise the financial sector, strengthen domestic resource mobilisation through higher tax revenue collection, and prioritise expenditures that enhance resilience and support economic transformation.

"Without significantly advancing on such reforms, it is difficult to see how an extension of the preparatory period requested by Bangladesh would contribute to a more sustainable graduation and a smooth transition. Hence, the extension should not be viewed as a pause or justification for delaying reforms," the Committee said.

The Committee advised that any extension should serve as a catalyst for accelerating reforms and implementing smooth transition measures, particularly those aimed at strengthening productive capacities, promoting economic diversification and preparing the private sector for graduation.

It noted that these measures require careful sequencing and sustained attention throughout both the preparatory and post-graduation transition periods.

In its letter to the ERD Secretary dated June 1, the CDP also indicated that a shorter extension of the preparatory period would appear more conducive to ensuring a sustainable graduation process.

Earlier, on Tuesday, the ERD said in a statement that the UNCDP had expressed a "positive position regarding Bangladesh's request to extend its preparatory period for graduation from the LDC category until November 24, 2029".

In its assessment report, however, the CDP noted that Bangladesh's request for a three-year extension was consistent with the approach taken in all five previous cases where graduating countries had received extensions to their preparatory periods.

The Committee acknowledged the heightened uncertainty arising from external shocks and recognised the need for additional time to adjust policies and establish priorities under the Smooth Transition Strategy (STS).

At the same time, it highlighted the risk that, for a country that had met the graduation criteria by a comfortable margin, prolonging its stay in the LDC category could delay the benefits associated with graduation.

The UNCDP has already recommended three countries for graduation from LDC status in 2026 -- Bangladesh, Nepal and Lao PDR.

kabirhumayan10@gmail.com

The Business Standard

05 JUN 2026

All exporters to get bonded warehouse facilities: Khosru

BUSINESS - BANGLADESH

TBS REPORT

Businesses will no longer be required to renew bonded warehouse licences annually, he says

The government plans to extend bonded warehouse facilities to all export-oriented industries, ending a long-standing policy that primarily benefited the readymade garment sector, said Finance and Planning Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury.

The move is part of a broader deregulation drive aimed at boosting exports, reducing business costs and encouraging the growth of non-traditional sectors, he said at a pre-budget roundtable organised by the Dhaka Forum Initiative on Wednesday.

"Anybody exporting anything from Bangladesh will be given permission for bonded warehouses. It's not just garments anymore," Khosru said.

The minister said exporters across sectors, including gold jewellery and other high-value manufactured goods, will be eligible for bonded warehouse facilities and back-to-back letter of credit (LC) support.

According to the minister, the government intends to make the scheme more accessible while reducing administrative burdens and opportunities for harassment.

He said businesses will no longer be required to renew bonded warehouse licences annually. Instead, audits will be conducted once every three to five years.

"There will be no harassment on bond anymore. We will not allow that," he said.

Khosru said the government wants to create an environment where sectors such as jewellery manufacturing, diamond processing and other export industries can grow without being constrained by cumbersome regulations and import duties on raw materials.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো